কেমিরা ফিল্মস এর

শহরের ইতিকথা

কেমিরা ফিল্মস্-এর প্রথম নিবেদন

শহরের ইতিকথা

প্রযোজনা : **কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ও সিউলাল জালান**

পরিচালনা : **বিশু দাশগুপ্ত** ● সঙ্গীত-পরিচালনা : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : **বিনয় চট্টোপাধ্যায়**

প্রধান কর্মসচিব : মহাবীর জালান ও শঙ্কর জালান

গান : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

চিত্রশিল্পী : **দেওজী ভাই**

সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
অমিয় মুখোপাধ্যায়

শব্দযন্ত্র : অতুল চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ, বাণী দত্ত ও সুজিত সরকার

শব্দ পুনঃ যোজন ও সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দ্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী

নৃত্য পরিচালনা : পণ্ডিত শোভনলাল (মাদ্রাজ) বব্ দাস

কণ্ঠ-সঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র

ভাস্কর্য্য : মনি পাল

মৃৎশিল্প : কানু রায় চৌধুরী

পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত

স্থির চিত্রগ্রহণ : এড্না লরেঞ্জ

প্রচার : বাগীশ্বর ঝা

শ্রেষ্ঠাংশে : ***উত্তম কুমার*** ● ***মালা সিন্‌হা***

● ভূমিকায় ●

পাহাড়ী সান্যাল : জীবেন বোস : তরুণ কুমার : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায় : অজিত চট্টোপাধ্যায় : ধীরাজ দাস : ছায়া দেবী কাজরী গুহ : বাণী হাজরা : নাসীম বানু : সুরীটা রায় : মিস্ শীলা।

● অন্যান্য ভূমিকায় ●

নীরেন : দেবু : বিশু : সুকু : ভানু : মিঃ দে : ধীরেন বিনয় : সুশীল : অমিতা : শিবাণী : সবিতা : সন্ধ্যা : রুবি : ছবি বীণা : হাসি : নন্দিতা : আরতি ও আরও অনেকে।

● নৃত্য শিল্পে ●

মিস্ মাধুরী : মিস লীলা (মাদ্রাজ) : মিস্ গ্লোরিয়া ডাওইটন : মিস্ ডোরীন সুইনী : মিঃ ষ্টাডলী জেমস্।

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

প্রদীপ দাশগুপ্ত, "মার্বেল প্যালেস," "ওবেরয় হোটেল," নন্দী অটোমোবাইল ও মিঃ পি বাসিন।

নিউ থিয়েটার্স, টেকনিসিয়ান্স্ ষ্টুডিও সাপ্লাই কোঃ সোসাইটি লিঃ ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

পরিস্ফুটনে : ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (প্রাইভেট) লিমিটেড।

একমাত্র পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।**

গল্প

সামন্ত সেন বিলেত থেকে ফিরল। ফিরেই তার চরিত্র-অনুযায়ী পার্টি নিয়ে মাতল, ক্লাবের সুদর্শনাদের পরিবেষ্টনে নিজেকে অবাধে ছেড়ে দিয়ে খুশী হলো।

কিন্তু তাতে রাজনারায়ণবাবু বিপদে পড়লেন। রাজনারায়ণবাবু হরিপুর ষ্টেটের ম্যানেজার, কৃষ্ণার বাবা। কৃষ্ণা যখন খুব ছোট ছিল এবং সামন্তর বাবা আশুতোষ যখন জীবিত ছিলেন তখন স্থির হয়েছিল সামন্তর সংগে কৃষ্ণার বিয়ে হবে।

অথচ, আজ বিলেত থেকে ফিরে সামন্ত হঠাৎ বেঁকে বসেছে, — কৃষ্ণাকে সে বিয়ে করবে না। এদিকে, রাজনারায়ণবাবু সামন্তর আশায় দিন কাটিয়েছেন। অন্য কোথাও মেয়ের বিয়ের ঠিক করেন নি। খবরটা তিনি নিখিলেশকে দিলেন।

নিখিলেশ হরিপুর ষ্টেটের বর্তমান মালিক। শুধু মালিক বলে নয়, রাজনারায়ণবাবু তাঁর বিপদের দিনে ওই উদার-হৃদয় যুবাপুরুষটিকে ছাড়া তাঁর পাশে আর কোন বন্ধুজনকে দেখতে পেলেন না। সব শুনে নিখিলেশের মনে হলো, এটা অন্যায়। এর প্রতিবিধান করা দরকার।

সে রাজনারায়ণবাবুকে আশ্বাস দিয়ে ফেরৎ পাঠাল।

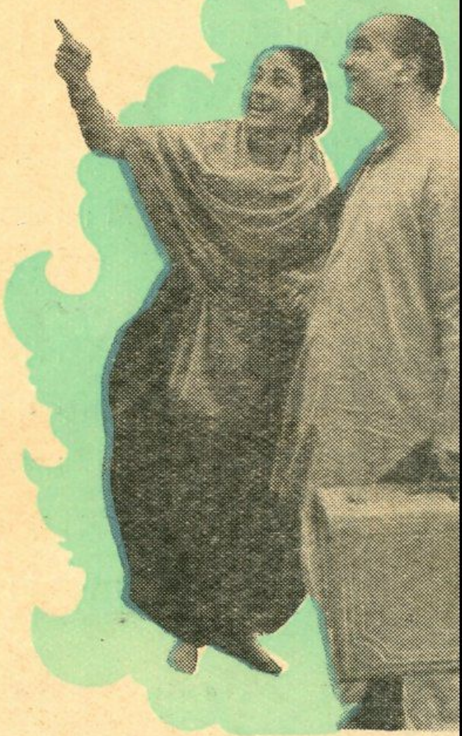

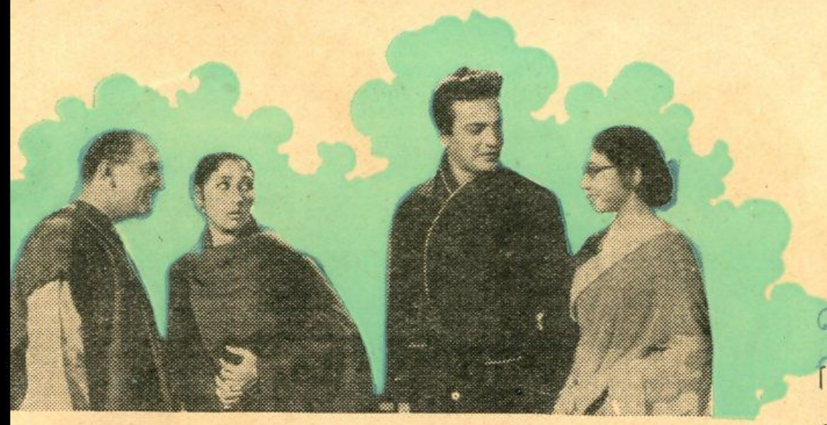

কৃষ্ণা আসলে দেখতে সুন্দরী ছিল। কিন্তু তার সৌন্দর্যে কোন্ আধুনিকতার উগ্রতা ছিল না। সে ছিল বনকুসুম। হরিপুর গ্রামের উদার পরিবেশেই তার সরলতা, তার রূপ-লাবণ্য স্নিগ্ধ হয়ে ছড়িয়েছিল। কিন্তু সামন্ত তাকে না-দেখেই তার মামাকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

নিখিলেশ হরিপুরে গেল।

যাবার পথে দেখল কৃষ্ণাকে। নিখিলেশের দেখে ভাল লাগল। কি আশ্চর্য্য নির্দোষ মন থম্‌কে আছে ওর সরল সৌন্দর্যে।

রাজনারায়ণবাবুর সংগে ব্যবস্থা করে নিখিলেশ কৃষ্ণাকে কলকাতায় নিয়ে এল। রাজনারায়ণবাবুরও কোন আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ, নিখিলেশ তাঁকে নিজের বাবার মতো দেখে। তাছাড়া তাঁর মনের এমন একটা ঐশ্বর্য ছিল—যা এখনকার দিনে সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যে-দিকটা শিক্ষা নয়—শিক্ষার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মত্ততা, তার সংগে নিখিলেশের হৃদয়ের কিছুমাত্র যোগ ছিল না।

তাই, কৃষ্ণাকে কলকাতায় এনে সে আধুনিকা হওয়ার শিক্ষা দিতে লাগল। একজন গভর্নেস রেখে সত্যিকার আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে করে গড়ে তুলতে লাগল তাকে। রাজনারায়ণবাবুকে জানিয়ে দিল, ছ'মাসের মধ্যেই সে কৃষ্ণাকে এমন আধুনিকা করে তুলবে যা দেখে সামন্ত আর তাকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি খুঁজে পাবে না।

কৃষ্ণা আধুনিকতায় মনোহারিণী হয়ে উঠল। নিখিলেশ তাকে ক্লাবে পার্টিতে নিয়ে গেল। সামন্ত সেন কৃষ্ণাকে দেখে বিচলিত হলো। তার ভুবন-মোহিনী রূপ দেখে মনের বাসনা লাফ দিয়ে উঠল। কিন্তু নিখিলেশ ছিল।

নিখিলেশ কায়দা করে কৃষ্ণাকে সামন্তর নাচের পার্টনার করল। সামন্তর মনে আশার খুশী ঝলকে উঠল। কিন্তু কৃষ্ণা তাতে সুখী হলো না।

তার মনের গোপনে হয়তো নিখিলেশ সম্বন্ধে একটা ভালবাসার রঙ ধরেছিল। হয়তো নিখিলেশের হৃদয়েও অগোচরে প্রেমের ফুল ফুটেছিল। কিন্তু কারোরই কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

সামন্ত একদিন জানতে পারল যে এ সেই-মেয়ে যাকে সে একদিন প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তাই সে ছুটে গেল হরিপুরে। রাজনারায়ণবাবুর কাছে পুনর্বার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করল।

রাজনারায়ণবাবু নিজের সৌভাগ্যে আনন্দিত হলেন। নিখিলেশকে আশীর্বাদ করলেন হয়তো মনে মনে।

কিন্তু কৃষ্ণার মনে কি সামন্তের জন্য কোনদিন আসন পাতা হবে? সে কি ওই বিশ্রী স্বভাবের মানুষটাকে তাঁর জীবন জুড়ে দাঁড়াতে দিয়ে তাঁর সব আশা আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটাবে?

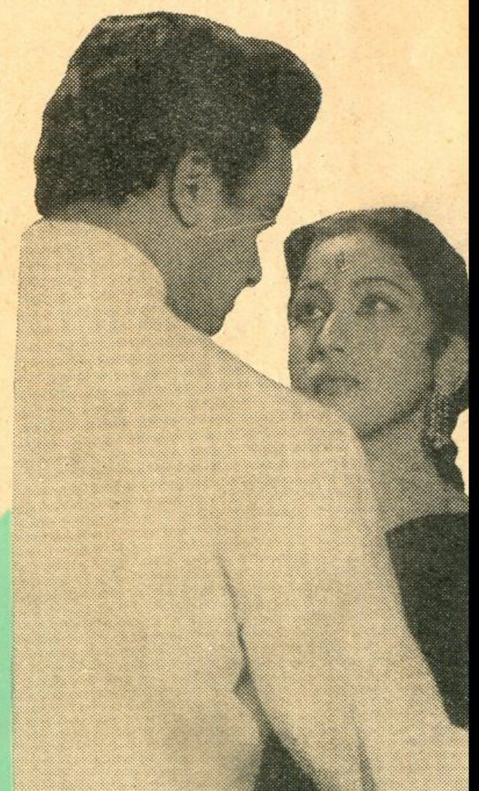

গান

১

শুধু ক্ষণে ক্ষণে এই মনে
কার ছোঁয়া লাগে যেন
এই রাত এ জীবনে
আসেনি তো আগে
বাতাসেরই সুরে কার বাঁশী বাজে দূরে
নাম ধরে কে আমায় ডাকে অনুরাগে যেন
মুগ্ধ এ চোখে স্বপ্ন যে আঁকে
ধরা দিয়ে তবু কেন আড়ালে সে থাকে
চাঁদেরই আলো লাগিছে ভালো
জানিনা তো প্রাণে মোর
একি দোলা লাগে যেন

—০—

২

যদি বাসর প্রদীপে ক্লান্তির ছায়া নামে
আঁধারে যায় যে ভরে
তবু তুমি মোর হাত দুটি রেখ ধরে
শ্রাবণের মেঘে আমার ফাগুন দিন
হয় যদি হোক বেদনায় উদাসীন
কণ্ঠে আমার মালা দিতে চেয়ে
দেখ সেতো গেছে ঝরে
যদি কান্না হাসিতে ভাঙ্গে আর গড়ে মন
তবু তোমারই মাঝারে মিশে থাক মোর
প্রতিটি পিয়াসী ক্ষণ
কোন বৈশাখী দিনে আকাশ ভাঙ্গানো ঝড়
ভেঙ্গে দেয় যদি আমার এ খেলাঘর
আমারে কাঁদায়ে যদি মোর প্রেম
দূরে যেতে চায় সরে

—০—

৩

এই শহর আর শহরতলী ইতিকথা নাওগো শুনে
দেখেছি নিজের চোখে হেথায় লোকে চলছে শুধু কলের গুণে
তোমরা যারা শহরে ভাই থাকো বলে বড়াই কর
সেই কথাটি গেছ ভুলে সবার চেয়ে মানুষ বড়
মনের একি দশা বল যন্তরেতে তুলো ধুনে
এখানে পথগুলো সব পিচে মোড়া সে পথে নেই যে ধূলো
মাটির ছোঁয়া পায় না হেথায় মাটির গড়া মানুষ গুলো
এখানে যা দেখি ভাই সবই মেকি অলক্ষুণে
নেমেছিল গঙ্গা নদী মহাদেবের জটা থেকে
দুঃখু পেলাম কলের জলে হেথায় তারে বন্দী দেখে
তোমাদের সবই আছে আরাম বিলাস গাড়ী বাড়ী
ব্যাঙ্কে টাকা
মাঞ্জা চড়াও ভুঁড়ি বাড়াও মনের বেলায় ঢু ঢু ফাঁকা
তোমাদের বাবুরা সব বিবিরসনে
কথা বলে টেলিফুনে
শহর আর শহরতলী ইতিকথা নাওগো শুনে

৪

কত ফাগুনের মাধুরী জড়ায়ে
এলে ওগো অভিসারিণী
কে বলে তোমায় পারিনি,
চিনিতে পারিনি
তুমি আমারই প্রাণেরই গভীরে,
জাগালে নীরব কবিরে
অলখ বাঁধনে বাঁধিতে এলে,
ওগো মনোহারিণী
কত প্রেরণায় সঞ্চয় মোর ভরেছো
তুমি যে আমায় তোমারই,
আপন করেছ
এ কোন আবেশে দুলায়ে
দিলে গো আমায় ভুলায়ে
সুখে দুঃখে তুমি চিরদিনই মোর
অন্তর লোক-চারিণী

=০=

আমাদের পরিবেশনায় আগামী ছবি !

এপেক্স ফিল্মসের নিবেদন

সুবোধ ঘোষের *

উত্তমকুমার
সুপ্রিয়া
ছবি বিশ্বাস
সুনন্দা
দীপক
বন্যানী
তুলসী প্রভৃতি

পরিচালনা
অজয় কর

সঙ্গীত
* রবীন চ্যাটার্জী

পরিবেশক
নারায়ণ পিকচার্স

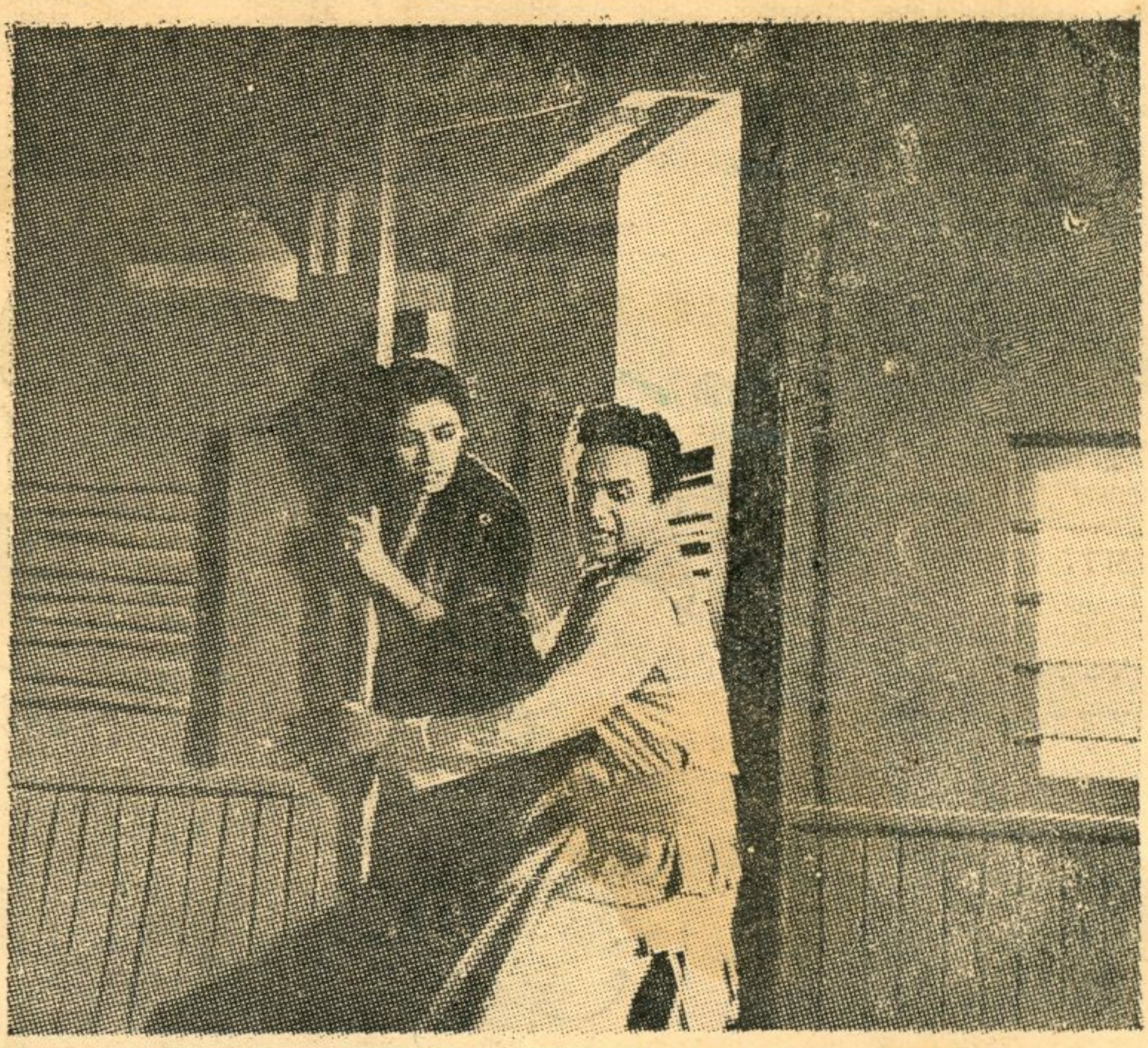

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্ত্তৃক ৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত
এবং অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।